119

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সূর্যসেন হল নিয়ে গোটা ক্যাম্পাসই উত্তপ্ত

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাছে। এ পরিবেশকে শান্ত করার লক্ষ্যে উপাচার্যের সাথে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের মধ্যে গত ৪ দিন ধরে কয়েক দফা বৈঠক হলে এ পর্যন্ত তারা কোন সমঝোতায় পৌছতে পারেনি। এ পর্যায়ে ছাত্রদল উপাচার্যের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছে এবং ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ২৯শে জুলাইর সমঝোতা চুক্তি লংঘনের অভিযোগ এনে ছাত্রদল ছাত্রলীগের সাথে কোন বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরী জানিয়েছেন, সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

গত ২৪শে জুলাই ছাত্রলীগ, ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত সূর্যসেন হলটি দখল করার পর থেকেই সূর্যসেন হলসহ ক্যাম্পাসে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্যাম্পাসের এ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য গত কয়েক দিন ধরেই একের পর এক পরিবেশ পরিষদের সভা, ছাত্রদল-ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সাথে উপাচার্যের যৌথ এবং পৃথক পৃথক সভা হয়ে আসছে। কিন্তু কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য গত ২৯শে জুলাই অনুষ্ঠিত পরিবেশ পরিষদের এক সভায় সূর্যসেন হলের ব্যাপারে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। কিন্তু সে সমঝোতা চুক্তি এখন কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সূর্যসন হলে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের সহাবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু এই সহাবস্থান এখন ক্যাম্পাসকে সংঘর্ষের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

ইতোমধ্যে সহাবস্থানকারী এ দুই সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছোটখাট কয়েক দফা হাতাহাতি, রুম ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

ছাত্রলীগের অভিযোগ ঃ ছাত্রদল কর্মীরা, বিশেষ করে যে ২০ জন অতিথি ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে হলে থাকার বিশেষ অনুমতি দেয়া হয়েছে তারা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদেরকে সার্বক্ষণিকভাবে হুমকি-ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে।

ক্যাম্পাস ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৭

ক্যাম্পাস ঃ উত্তপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রদলের অভিযোগ ঃ ছাত্রলীগ গত ২৯শে জুলাই'র সমঝোতা চুক্তির ৩য় দফাকে লংঘন করেছে। তারা ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে ভয়ভীতি এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছে।

ছাত্রদল অভিযোগ করেছে ঃ ছাত্রলীগ কর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত মানছে না এবং যেহেতু তারা সমঝোতা চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাই তারা ছাত্রলীগের উপস্থিতিতে উপাচার্যের সাথে কোন বৈঠকে বসবে না। ছাত্রদল উল্লিখিত অভিযোগসহ উপাচার্য অধ্যাপক এ, কে আজাদ চৌধুরীর বিরুদ্ধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার অভিযোগ করেছেন। তারা জানিয়েছেন, এ পরিস্থিতির অবসান না হলে তারা পুনরায় তাদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অবিরাম ধর্মঘটে ফিরে যাবে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ এ, কে আজাদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার ব্যাপারে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তিনি উভয় সংগঠনের সাথে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠক করে চলছেন। তিনি জানান, এভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে পরিবেশ পরিষদের সভা ডাকা হবে। আগামী ১০ তারিখ সিন্ডিকেটের সভা ডাকা হবে। এর আগে প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক ডেকে সেখানে ক্যাম্পাস পরিস্থিতির উপর আলোচনা করা হবে। পরিস্থিতি এরকম থাকলে তখন কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। বিকল্প ব্যবস্থা কি তা জানতে চাইলে উপ-চার্য জানান, তা এখনো ঠিক হয়নি।

এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার আই-ইআর-এ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘটিত এক অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়। দুপুরে এখানে আইইআর সংসদ কার্যালয় এবং ক্যান্টিনে ভাংচুর হয়েছে। ছাত্রদল এজন্যে সরাসরি ছাত্রলীগকে দায়ী করেছে। অপরদিকে ছাত্রলীগ ঘটনার সাথে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছে।